চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাব ও কুম্ভক -- মহাবায়ু উঠিলে ভগবানদর্শন

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়।

ঠাকুর বলিতেছেন, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়; আর বলিতেছেন, অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল -- আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ, -- ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্‌গর্‌ করে উঠে দিকে যায়! তখন সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[*শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা -- ঐশ্বর্য, বিভব, মান, পদ, সব মিথ্যা*]

(অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে) -- "যাঁরা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল, 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো।' বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এত বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' এ-কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। (সকলের হাস্য)

"কেউ ঐশ্বর্যের -- বিভব, মান, পদ -- এই সবের অহংকার করে। এ-সব দুই দিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে:

> ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
> ভুল না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥
> যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
> সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥
> দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
> সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ॥'

[*অহংকারে মহৌষধ -- তারে বাড়া আছে*]

আর টাকার অহংকার করতে নাই। যদি বল আমি ধনী, -- তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠল অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগল আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিছু পরে চন্দ্র উঠল,

তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হল, সূর্য উঠছেন। চাঁদ মলিন হয়ে গেল, -- খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

"ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহলে ধনের অহংকার হয় না।"

উৎসব উপলক্ষে মণিলাল অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ি প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক, কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।